The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

সিম বন্ধে বদলাচ্ছে মোবাইল বাজার

- A Monitor Desk Report Date: 12 January, 2026

ঢাকাঃ দেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, সাইবার অপরাধ দমন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে গ্রাহকপ্রতি ১০টির বেশি সিমকার্ড বাতিল করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

এতে এখন পর্যন্ত ৮৮ লাখের বেশি সিম বন্ধ হয়েছে এবং মামলাজনিত কারণে আরও এক লাখ সিম স্থগিত রয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রভাবে মোবাইল গ্রাহক ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে কমছে।

সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে সিমের সংখ্যা পাঁচটিতে নামিয়ে আনা হলে খাতটিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বিটিআরসি জানায়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় গত বছরের নভেম্বর থেকে গ্রাহকপ্রতি ১০টির বেশি সিম বন্ধ করা হয়।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে পাঁচটিতে নামিয়ে আনার নির্দেশনা এলেও গ্রাহকদের অসন্তোষ ও আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বিবেচনায় তা আপাতত স্থগিত রয়েছে। নির্বাচনের পর এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

বিটিআরসির হিসাবে, সিম কমানোর ফলে গত ৬ মাসে প্রায় ১৮ লাখ মোবাইল গ্রাহক এবং ৬২ দশমিক ৬ লাখ মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক কমেছে।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে দেশে মোবাইল গ্রাহক ছিল ১৯ কোটি ৪২ লাখ, যা ২০২৫ সালের জুলাইয়ে নেমে আসে ১৮ কোটি ৮৭ লাখে এবং বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৭০ লাখে। একই সময়ে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কমে দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৫২ লাখে।
তবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক বেড়ে বর্তমানে ১ কোটি ৪৬ লাখে পৌঁছেছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারি কড়াকড়ি, সিম সীমিতকরণ, মোবাইল ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য ও ব্রডব্যান্ডের সহজলভ্যতাই এই পরিবর্তনের মূল কারণ।

তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির বলেন, ‘মোবাইল হ্যান্ডসেট ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমার ক্ষেত্রে দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, সিমকার্ড কমিয়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ সিমের ব্যবহার যখন কমে যাবে তখন দেখা যাবে মানুষের মোবাইল ব্যবহারের সংখ্যা কমে যাবে। আবার সেটার প্রভাব পড়বে ইন্টারনেটেও। কারণ মানুষ এখন ব্রডব্যান্ডের সুবিধা নিচ্ছে।

কভিড-১৯-এর সময়ে যখন মোবাইল ব্যবহারকারী ও ইন্টারনেটের গ্রাহক বেড়ে গিয়েছিল, প্যানডেমিক পরিস্থিতি শেষে সেটা কমে আসে। আর্থিক কারণে না হয়তো, ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার কারণে এমনটা হতে পারে।’